দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

অনিয়ম করে শিক্ষক নিয়োগ ৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ

জাল সনদ, যোগ্যতা না থাকা এবং তথ্য গোপন করে শিক্ষক নিয়োগ পেয়ে বেতন তুলে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং স্কুল পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা জড়িত

■ নিজামুল হক

জাল সনদ, যোগ্যতা না থাকা এবং তথ্য গোপনসহ নানা অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বেতন হিসাবে তুলে আত্মসাৎ করেছেন বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) তদন্ত রিপোর্টে এ তথ্যই উঠে এসেছে। আর এসব অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদন্ত কাজে নিয়োজিত এই সরকারি সংস্থা ১৯৮১ সাল থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত তদন্ত শেষে ৫১ হাজার ৯৯২ টি প্রতিবেদন তৈরি করে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এসব রিপোর্টে দেখা যায়, ৪৮২ কোটি টাকা শিক্ষকরা অনিয়মের মাধ্যমে তুলে আত্মসাৎ করেছেন।

গত এক বছরের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এই সময়ে দেড় হাজার প্রতিষ্ঠান তদন্ত করা হয়েছে আর শিক্ষকের আত্মসাতের পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

অনিয়ম করে শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিমাণ ৭৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। ডিআইএ বলছে, নানা অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হয়। নিয়োগ যদি অবৈধ প্রমাণিত হয় তবে তা আত্মসাৎ হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে তা অবশ্যই সরকারি কোষাগারে ফেরত দিতে হবে।

ফরিদপুরের শিয়ালদী আদর্শ আলিম মাদ্রাসায় সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরীক্ষার সনদ জমা দিয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে চাকরি পেয়েছেন মো: হাসান মৃধা। এমপিওভুক্তিও হয়েছেন তিনি। বেতন ভাতা হিসাবে ইতিমধ্যে ১ লাখ ২৪ হাজার টাকাও তুলেছেন তিনি। কিন্তু সরকারি এক তদন্তে দেখা যায়, হাসান মৃধার শিক্ষক হওয়ার অন্যতম প্রধান যোগ্যতা শিক্ষক নিবন্ধনের সনদই জাল। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন এজেন্সিই এ সনদ জাল বলে মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছে।

পাবনার শহীদ এম মনসুর আলী কলেজের সাচিবিক বিদ্যার প্রভাষক হিসাবে চাকরি করছেন মাসুমা জাহান। ইতিমধ্যে বেতন ভাতা হিসাবে তিনি ১২ লাখ ১৫ হাজার টাকাও তুলেছেন। কিন্তু জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি নেকটার সাচিবিক বিদ্যার সনদ ভুয়া বলে প্রমাণ মিলেছে সরকারি তদন্তে। এভাবে এ পর্যন্ত ২৬৮ টি ভুয়া/জাল সনদের প্রমাণ পাওয়া গেছে তদন্তে। জাল নিবন্ধন সনদ, জাল কম্পিউটার সনদ, বিএড ও বিপিএডের জাল সনদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুয়া সনদের প্রমাণ মিলেছে তদন্তে। ভুয়া সনদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পাওয়া গেছে ৮২ টি। ভুয়া সনদের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে তারা তুলে নিয়েছেন ২ কোটি ২৯ লাখ টাকা।

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ১১ জন জাল সনদের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে তুলে নেয়া হয়েছে ৪৭ লাখ ৭১ হাজার টাকা। এছাড়া রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ১০৯ জন জাল সনদে নিয়োগ পেয়ে ৩ কোটি ৩৬ লাখ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে ৬৬ জন জাল সনদে নিয়োগ পেয়ে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকারও বেশি অবৈধভাবে তুলে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো: রাশেদুজ্জামান বলেন, জাল সনদে নিয়োগ দেয়া হলে তা অবৈধ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। শুধু জাল সনদ নয় নিয়োগে নানা ধরনের অনিয়ম রয়েছে। আর নিয়োগ সঠিকভাবে হলেও ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমেও শিক্ষকরা টাকা তুলে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মূলত প্রধান শিক্ষককে দায়ী করেই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় তদন্তের জন্য ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর। এর কর্মকর্তারা বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে এমপিওভুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অনিয়ম রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পদে যোগ্যতা না থাকার পরও, এমনকি পদ ও নীতিমালার বাইরেও শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। সরকারি অর্থ নানা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। অবৈধ নিয়োগের মাধ্যমে বেতন ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন, বিলের ভ্যাট বাবদ টাকা সরকারি খাতে জমা না দেয়া, বিভিন্ন খরচের খাত দেখিয়ে অবৈধভাবে ভাউচারের মাধ্যমে টাকা তুলে নেয়া হচ্ছে। যশোরের কেশবপুর কলেজে জ্যেষ্ঠতার বিধি লংঘন করে এক শিক্ষক বেতন ভাতা হিসাবে ৮১ হাজার টাকা তুলেছেন- বিষয়টি প্রমাণ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত হিসাবে তোলা টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিআইএ। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে ৯ লাখ টাকারও বেশি। এই সব অর্থ আত্মসাৎ হিসাবে উল্লেখ করে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ রকম কয়েক হাজার উদাহরণ রয়েছে।

ডিআইএ'র কর্মকর্তারা বলছেন, সব প্রতিষ্ঠান নিয়মিত তদন্ত করা গেলে শিক্ষকদের আত্মসাতের পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। জনবল কম থাকায় সব প্রতিষ্ঠান সময়মতো তদন্ত করা যায় না। তবে সুপারিশ বাস্তবায়ন বা কত শতাংশ টাকা শিক্ষকদের কাছ থেকে ফেরত আনা হচ্ছে এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে খোদ ডিআইএ। তাদের বক্তব্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকেই তারা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তদন্ত এবং সুপারিশ পাঠায়। সুপারিশ বাস্তবায়নে ডিআইএ-র কোন ভূমিকা নেই। তাদের ধারণা, ১০ ভাগ সুপারিশও বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

শুধু কী শিক্ষকই দায়ী

ডিআইএ'র রিপোর্টে শুধু শিক্ষকদের দায়ী করেই রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। জাল সনদে নিয়োগসহ নানা অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়ী হলেও যারা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত তারাও এর দায় এড়াতে পারেন না। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি/গভর্নিং বডির সদস্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) প্রতিনিধি থাকেন।

ডিআইএ'র কর্মকর্তারা বলছেন, আমরা সরেজমিনে দেখেছি প্রায় প্রতিটি নিয়োগেই

বাহ্য সেবা তো দূরের কথা বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কোন মানুষ যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই নির্ধারিত কর্মস্থলে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে সেই চিকিৎসককে চাকরিচ্যুত করা হবে।

যায় কিন্তু পরদিন পুলিশ ঐ এলাকা অভিযান চালিয়ে সেগুলো উদ্ধার করে বাকী ডিমগুলো উদ্ধারে পুলিশ অভিযা চালাচ্ছে। চীনের ঐ অঞ্চলে মাঝে মাঝেই ডাইনোসরের ডিমের সন্ধা পাওয়া যায়। গত এক দশকে এখা ডাইনোসরের অনেক ডিম পাও